প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্বাশা প্রকাশন
৩২, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী
শ্রীতারা প্রেস
৩৯।৪, রামতনু বোস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীশ্যামল সেন

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
গ্রন্থ-ভারত
৭১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

অবতরণিকা

তরুণ কবি শ্রীমান্ প্রদীপকুমার রায়চৌধুরীর কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রায় আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললাম। কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর কবি-মনের পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত। তাঁর কাব্যদেহে এমন এক স্বভাবসিদ্ধ সারল্য আছে যা পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করে। উপমার বৈশিষ্ট্যে হঠাৎ কখনও কখনও চমকে উঠতে হয়।

…কবিতার গঠন সম্পর্কে আর একটু মনোযোগী হলে ভাল হত। তবু কাব্যগ্রন্থটির প্রায় সর্বত্রই একটি সহজ, সুকুমার অন্তরঙ্গতা পরিস্ফুট। আধুনিক বাকরীতি সম্পর্কে সজাগ থাকলে ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে হয়তো উজ্জ্বল সম্ভাবনা বহন করে আনবে।

—দিনেশ দাস

ভূমিকা

জীবন সম্পর্কে রয়েছে অসীম কৌতূহল, সে কৌতূহল ছেয়ে আছে প্রতিটি পদক্ষেপে। অনেক সময় মনে হয় হয়তো বা এ পদক্ষেপ সম্পূর্ণই ভুল। একটা শঙ্কা আড়ষ্ট করে রাখে উন্মুখ চেতনাকে। মন খুঁজে বেড়ায় শঙ্কাহীন যে কোন স্থান কিন্তু পারে না নিশ্চিন্ত হতে। কী আশ্চর্য নিঃশব্দ ভাবে সেই শঙ্কা বিচরণ করে জীবনের প্রতিটি লগ্নে। কখনও কখনও বিষণ্ণতা ভীষণ ভাবে পেয়ে বসে। মুক্তিহীন এ জীবন বড়ই অপ্রিয় হয়ে ওঠে। খুঁজে বেড়ায় শান্তি, প্রেম ও আনন্দ।

ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি খুঁজে মরে আত্মার কান্না। এক সময় অন্বেষণ সার্থক মনে হয় কারণ উপলব্ধি হয় যে হতাশা জীবনের শেষ কথা নয়, এখনও আলোর আভাসে জীবন উদ্ভাসিত হয়। তখন অনুভব করা যায় মুঠো মুঠো আনন্দ রয়েছে আপন মনের অন্তরালে আর সেই মুহূর্তেই মন চায় অসংখ্য মনের ঘাটে সে আনন্দ নিঃস্বার্থ ভাবে ছড়িয়ে দিতে।

"নিঃশব্দ শঙ্কা" প্রথম প্রকাশিত হয় রূপলেখা সাহিত্য পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারে রূপলেখার শ্রীযুক্তা নির্মলা গোস্বামী এবং পূর্বাশার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদ অঙ্কনে শিল্পী শ্রীশ্যামল সেনের কাছেও আমি ঋণী। অগ্রজ কবি শ্রীদিনেশ দাস-এর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর মূল্যবান অবতরণিকার জন্য।

সূচীপত্র

নিঃশব্দ শঙ্কা

তাকিও না আর
সূর্যাস্তপিচ্ছল তোমার চোখ তুলে
সমস্ত একাকার
হতে পারে ছোট একটা ভুলে।
হৃৎকূল ভাসিয়ে
(যদিও হৃদয় এখন বন্ধ্যা)
আমাকে হারিয়ে
দিতে পারে অবিশ্বাসী এ সন্ধ্যা।
দস্যু ভালবাসা
মন্ত্রে ওর আমার যত ভয়,
রোমাঞ্চিত আশা
ব্যর্থ হলে অনিবার্য ক্ষয়।
চোখের তারার আলো
অপরূপ সূর্যাস্ত ভেবে
কখনও কি হতে পারে কালো
অপলক পূর্ণগ্রাস দেখে ?

আগন্তুক

দরজা খুলতেই তোমাকে দেখবো
এ তো ভাবিনি,
বন্ধ দরজার ভিতরের
ক্লান্তিময় সমস্ত অন্ধকার
উড়িয়ে নিয়ে
এ কী তোলপাড়,
অথই রোদের ঢেউ
ভাসিয়ে নেবে
তাতো জানতাম না।
অবিশ্বাস্য শব্দহীন নীরব প্রবেশ,
মুহূর্তেই শূন্যতার কঠিন স্তূপ
নিঃশেষ করে
প্রতীক্ষার অন্তরাল ভেঙে
আমার উন্মুখ অস্থির সত্তার
তৃষ্ণার্ত স্নায়ু বেয়ে
আকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক এলো।

চলো, চলে যাই

চলো, চলে যাই দিগন্তের শেষ প্রান্তে ;—
যেখানে সহরের কর্কশ শব্দের সাড়া নেই,
যেখানে তোমার আমার মাঝে
নেই কোন অশরীরী আতঙ্ক,
নেই কোন গণ্ডীটানা সীমারেখা।
চলো প্রভুহীন নিস্তব্ধ প্রদেশে ;
চলো, এই বটগাছের অজস্র ঝুরিনামা
অন্ধকার ফাঁক থেকে,
এখানে মেলে আছে
প্রবৃত্তি সরীসৃপ লোলুপ জিহ্বা।
তাই দিও নাকো অশান্ত চিন্তার প্রশ্রয়,
চেয়ো নাকো সামান্য অনুকম্পা।
চলো কোন বিজ্ঞাপনহীন চাকরির সন্ধানের মতন ;
হয়ত মঞ্জুর হতেও পারে,
দরখাস্ত করেই দেখা যাক।

মুখর সৈকত

যোজন বিস্তৃত ওই অন্ধকার যত
প্রচণ্ড ঝলকানো এক আলোর বন্যায়
পরাজিত সম্রাটের বিদায়ের মত
নিঃশব্দে দূরে চলে যায়।
উচ্ছল পাতাকাঁপা ঝাউবন
আর ভেসে আসা কোন সুর
ভরে দিয়ে মন
নিয়ে যায় অজান্তে দূর বহুদূর।
সমুদ্র এখন ফসফরাস মাথায়
দিনান্তের সব কাজ সেরে
অদৃশ্য কোথায়
আমাদের আরও জায়গা ছেড়ে।
লবণাক্ত বাতাসে দুরন্ত ঢেউ তুলে
উচ্ছল প্রজাপতি যেন ডানা মেলে
তোমার সোনালী আঁচল খুলে
সাগরের নীলজল ছুঁয়ে তুমি এলে।
খোলাচুল মাতামাতি হাওয়ার টানে
এ সময় যদি কোন স্বপ্ন আনে
আমার আমির সাথে হয়ত এ বেলা
আমিও খেলতে পারি প্রেম-প্রেম খেলা।

আমিও খাঁচায়

পাখা মেলে পাড়ি দিয়ে
হেমন্তের শেষে
অজ্ঞাত আহ্বান টানে
পাখিরা মুখর এখানে এসে।
পাখি যে খাঁচায়
এ নেশার ঢেউ তার বুকে
কঠিন বাঁধনে বাঁধা
অসহায়, বিষণ্ণ, পিপাসিত দুখে।
যদি ভেসে যেতে চাই
উড়ন্ত ডানায়
নির্ধারিত গণ্ডির মাঝে
ঘুরে মরি হায়,
তখন অবোধ হিয়া মনকে বোঝায়
ওদের মতন আছি আমিও খাঁচায়।
রোমাঞ্চিত গোপন রসে
আমি যখন উন্মনা
অদৃশ্য নির্মম বাধায়
সব ব্যর্থ কামনা,
তখন অবোধ হিয়া মনকে বোঝায়
ওদের মতন আছি আমিও খাঁচায়।

প্রদোষ

হলুদে ম্লান রোদে
বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘোষণা করছে
নিতান্ত অবহেলায়,
বসন্তের ফাগ-রঙা সে
ছুঁয়ে আছে তোমার নিষ্পাপ মুখ ;
দুচোখে রহস্যভরা
তোমার মানবীয়তা অনুভব করছি
সমস্ত তনুমন দিয়ে ।
লাল আকাশের নীচে
কামনা-নিবিড় আমায়
আবার সে বিচ্ছেদের সংকেত জানাল ।
সে সংকেত স্পর্শ করলো
তোমার রক্তাক্ত ওষ্ঠ,
চূর্ণ কুন্তল,
আর উদ্ধত বক্ষ ।
হৃদয়ের অনুভূতিকে
বিব্রত করে
তোমায় আরও
আপন করে নিল
অবোধ এক বিয়োগ ব্যথা ।

ছায়াসঙ্গিনী

মাঝখানে আমি
বাঁদিকে প্রদীপ
আর ডানদিকে তুমি
একেবারে পাশাপাশি বসে আছি
একান্ত নির্জনে।
অমাবস্যার রাত
চারিদিক অন্ধকার,
শীতের হাওয়ায়
দূরে দূরে কেঁপে উঠছে
কবরখানার ফুলগাছগুলো।
ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভে গেলো।
তুমিও কখন চলে গেলে
খেয়াল নেই,
তাই জায়গাটা লাগছে,
আরো নিরালা. নির্জন।

বাসর রাত্রি

সূর্য কখন চলে গেছে
সন্ধ্যা গড়িয়ে এল রাত্রি।
নীলাম্বরীতে চুমকীর মতো
জ্বলে উঠছে সলজ্জ তারা ;
ওরা ঘর থেকে এল বারান্দায়।
কিন্তু কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ করে
কলুষিত করলো না
জীবনের সেই পরমাশ্চর্য পবিত্র রাত্রি
পঞ্চদশীর চাঁদ উঠেছে
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণীর
বাসর প্রদীপ জ্বালাতে,
আকাশের পেয়ালা থেকে
উপচে পড়ছে স্বর্গীয় সুরা
বকুলের গন্ধ, কোমল জ্যোৎস্না
বয়ে নিয়ে এল
জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি।
দুজনের কেউই কথা বললো না
পাছে ভেঙ্গে যায় রঙ্গীন স্তব্ধতা।
পৃথিবীর কোলাহল থেকে
ওরা এখন অনেক দূরে,
অ—নে—ক দূরে।

লাইলাক

ঘুম এখনো এলো না
বাইরে বেড়িয়ে এলাম,
তাকিয়ে দেখলাম কালো আকাশটার দিকে
কোন কৃষ্ণনয়নার কালো চুলের মত লাগছে ;
কয়েকটা তারা তাকিয়ে আছে
বোধ হয় আমি ঘুমোলেই ওরা ঘুমোবে।
স্বপ্নমদির নিঝুম রাত
জ্যোৎস্নায় আছে প্রথম প্রেমের স্পর্শসুখ,
এগিয়ে আসতেই বুঝলাম
তুমি কোথাও রয়েছো।
তোমার দেহের কামনামদির গন্ধ
আমায় টেনে আনছে,
আমি নিতে এসেছি
তোমার নরম বুকের ঘ্রাণ আমার বুক ভরে।
সামনে এগোতেই দেখি আমার 'লাইলাক'
তুমি ঘুমজড়ানো আবেশ ছড়িয়ে আছো।
আমায় দেখে দুলে উঠল
তোমার প্রতীক্ষা—কাতর বক্ষ।

সোনালী চিন্তা

শিউলি ফুলের গন্ধ
রঙ্গীন আলো
একোয়ারমে সোনালী মাছ।
বিষণ্ন রাতের কাল আঁধার
মাছগুলোর মত
ভাসছে স্মৃতির ঝরাপাতা
মাছগুলো কি থেমেছে ?
না ওরা কখনো থামে না
ওদের একটাই শুধু কাজ
জলের বুকে কাঁপন জাগানো

ভাষা ও প্রেম বিষয়ক

নতুবা অবলুপ্ত সত্তা উপলব্ধির গহনে
তবুও কেন্দ্রীভূত সমস্ত দৃষ্টি,
ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা ওখানে
আর প্রশংসার উর্ধ্বে অপরূপ সৃষ্টি।
অকারণ দিগন্তে পাড়ি দেওয়া ক্লান্তি
অনিমেষ নিরীক্ষণ এর চেয়ে ভালো,
শতাব্দীর আকাঙ্ক্ষিত শান্তি
নিশ্চিন্ত নীড় পেয়ে কাজল কালো।
কখনো ব্যাকরণও নিরর্থক মনে হয়
কেন না অনর্গল পড়া যায়,
অপরিচিত যে একেবারে চেনা নয়
যদি তার চোখ তুলে চায়।

স্তব্ধতার ভিতর থেকে

আমার জীবন ভরে
তোমার গোপন ভালবাসা
বয়ে যাবে কুল কুল করে
এমনতো করিনি আশা।
প্রতিপল প্রতিক্ষণ যখন তখন
আমার মনের ইচ্ছার ভিতর থেকে
তোমার ভাবনার শিকড় দেখে
উদ্দাম হয়ে যায় মন।
তবু তীব্র আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে এসেও
তোমার নিস্তব্ধতা আমি ভাঙ্গতে পারি নি,
অসহ্য প্রতীক্ষার শেষেও
আমার বেদনা আমি বোঝাতে পারি নি।

মধুমিতা

আমি এখানে রয়েছি
তুমি চলে গেছ দূরে, বহুদূরে—
তবু জানি আবার আসবে
মধুমিতা, তুমি আসবে
আমি জানি।
যখন কৃষ্ণচূড়ায় রঙ ধরবে
উন্মনা দক্ষিণা বাতাস
আমায় এসে জড়িয়ে ধরবে,
হয়ত তখন আমার ভাবনাকে চমকে
তোমার অসহ্য কুমারী জীবনের
শেষ বেলায়
সেই মধুমাসে তুমি এসে বলবে—
"বাবুলি, আমি এসেছি।"
যখন বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ বেলায়
নিঃসঙ্গ কান্নার ঢেউ
আমার সাথী হয়ে
মধুর বেদনায় সান্ত্বনা দেবে,
হয়ত তখন ভিজে হাওয়ার মতো
আমার দেহে শিহরণ জাগিয়ে
মধু নামে বলবে—
"বাবুলি, আমি এসেছি।"
যখন ছায়াঘেরা প্রদোষ বেলায়
গ্যাং এর বুকে আবীর ঢেলে পড়বে
বসন্তের ব্যাকুল বাতাস

আমায় অধীর করে তুলবে,
হয়ত তখন প্রতীক্ষার শেষ প্রহরে
তোমার সমস্ত আবেগ দিয়ে
সেই মধুক্ষণে এসে বলবে—
"বাবুলি, আমি এসেছি।"
যখন উৎসব উচ্ছল কোন রঙীনরাতে
আমার ব্যর্থ প্রেম
তোমায় খুঁজে মরবে
একাকীত্বের বেদনায়,
হয়ত তখন আমার দেহে
কাঁপন জাগিয়ে
সেই মধুস্বরে ডেকে বলবে—
"বাবুলি, আমি এসেছি।"
যখন জ্যোৎস্না ছড়ান আবেশ মাখা
কোন মায়াবী রাতে
হাস্নুহানা বা রজনীগন্ধার গন্ধ
আমার নিঃসঙ্গ বিরহী মনটাকে
একলা পেয়ে পাগল করে
অসহ্য যন্ত্রণা দেবে,
হয়ত তখন ফুলগন্ধমদির
সেই মধুরাতে এসে বলবে—
"বাবুলি, আমি এসেছি।"

বর্ধমানের বার্তা

মগ্ন

কোথাকার মদিরাচ্ছন্ন
তোমার সে কোমল আঁখি,
যতবার চোখে পড়ে
শুধু তাকিয়ে থাকি।
উৎকণ্ঠিত সর্বক্ষণ
কি অবাস্তব সন্দেহ,
আমার এ ব্যাকুলতা চায়
তোমায়, না তোমার দেহ।
মনের সমস্ত আবরণ
যদি খুলে করো নগ্ন,
তবুও সেখানেও দেখবে
আমি তোমাতেই মগ্ন।

রূপলেখা

তখন তুমি ছিলে

তখন তুমি ছিলে দুঃসাহসী, বেপরোয়া
যখন পলাশ তোমার মনে ফুটেছিল ;
সেদিন উদার উন্মুক্ত জীবন–আকাশে
ছিল উচ্ছল আনন্দের ঢেউ ।
তবু সন্দেহের কালো মেঘ তোমায়
নামিয়ে এনেছিল কঠিন বাস্তবে ;
প্রচণ্ড ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙ্গে গেছে
তোমার নিশ্চিন্ত নীড়ের আশ্বাস ।
তারপর একদিন প্রেমের অশ্রুবর্ষণে
সব সন্দেহ, সব ভুলের হলো অবসান ,
বহু বর্ণের সুষমায় তাই তুমি আবার
কমনীয়তায় অপরূপ হয়ে উঠেছ ।

রূপলেখা

হাওয়া

ছোট্ট ঘরের কোণে তখন প্রদীপ ছিলো একা
দমকা বাতাস আর ঝড়ের ভয়ে সুখেই ছিলো সেথা।
এমনি করেই হয়তো কেটে যেত—
হঠাৎ তুমি এলে
এলে হাওয়ার পাখা মেলে
অবাক চোখে দেখলো তোমায় সেত।
ছোট্ট আলো তবু তোমায় কিছু দিলো
কথার ঢেউয়ে কাটিয়ে দিলো বেলা
তুমি করলে কত রকম খেলা
এমনি করে তোমায় আপন করে নিলো।
হঠাৎ তুমি ছেড়ে গেলে তারে
যাবার আগে নিভিয়ে তারে গেলে
কত রঙ্গীন খেলা খেলে
রেখে গেলে স্তব্ধ অতল অন্ধকারে।
এসে ছিলে চলে যেতে, কেউ দিত না বাধা
নিভলো প্রদীপ ; ব্যথায় কাঁপে দূরের অনুরাধা।

বিষণ্ন আকাশ

মুঠো মুঠো আনন্দে ভরা নয় এ সংসার
তা তুমিও জানো,
সমস্ত আকাশ ভরা কালো অন্ধকার
তা তুমিও মানো।
প্রতিহত করে অসংখ্য তৃষ্ণার্ত ফণা
নিঃস্ব হৃদয়টাকে দিতে চেয়েছিনু ধরে,
যেখানে পেয়েছি যত আনন্দের কণা
স্বার্থপর আমি সমস্ত সঞ্চয় করে।
অবিশ্রাম ছোটাছুটি শেষ হলে
বিষণ্ন করুণ সুরে বাজে বিদায়ের বাঁশি,
নিঃস্ব জীবন শুধু নিঃশেষিত হলে
তিল তিল জমে থাকে নীল দুঃখরাশি।
কি বিচিত্র, কি আশ্চর্য অপূর্ব বিস্ময়
বেদনার্ত হৃদয়ের নেই কোন কূল,
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ মনে হয়
আকাশে ওড়ার আশা নিতান্তই ভুল ভুল ভুল

না

নীল নীল অশান্ত সাগরের
ক্লান্তিহীন ঢেউ,
সী-গালের অসীম যাত্রা
ওই তীরের সীমানা ছুঁয়ে,
তোমার গভীর কালো চোখে
তার ছবি কই ?
সোনালী ক্যানভাসে আর
আমার ছবি এঁকো না।
আসন্ন গোধূলির আবীর-রঙ
ক্লান্ত আলোয়
সব কিছু বিলম্বিত, বিষণ্ণ
বিশাল ছায়ায়,
তোমার নরম বুকে লাগে
তার ছোঁয়া কই ?
আমায় নিয়ে ফুলঝুরি কবিতা
আর তুমি লিখো না।

ব্ল্যাক প্রিন্স রোজ

আলস্যের কাছে
নিতান্ত অবহেলায় আত্মসমর্পিতা
ওই ব্ল্যাক প্রিন্স রোজ।
এখানে সম্ভব হলো
এক জোড়া কালো পাপড়ি
অতখানি শুভ্রতার পাশে।
হয়তো সে পুরুষের কামনাদগ্ধ
অথবা কাফ্রীর ঔরসজাত
কোন মিশরকুমারী।
"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা
পক্ক বিম্বাধর ওষ্ঠ........."
সুন্দরী রমণীর সংজ্ঞায়
এখানে ব্যর্থ হলো কালিদাস।
উৎসহীন এ ছন্দের
রেশ খোঁজা বৃথা
নতুবা রমণীর ঠোঁট
কেন হবে ব্ল্যাক প্রিন্স রোজ।

বিসর্জন

সেইদিন দিয়েছি বিদায়
মোর স্বর্গ হতে অসতী তোমায়,
মনে পড়ে কোন এক রঙ্গীন সন্ধ্যায়
প্রাণ ভরে ডেকেছি তোমায়
নাম ধরে কোন এক সোনামাখা ফুল
সেই ছিলো অসতর্ক চরম ভুল।
রমণীর দেহ মহান ঐশ্বর্য
অসংখ্য স্তাবক দলে তা বিলোলে আশ্চর্য,
প্রেম
নিকশিত হেম
জীবন সঙ্গীত হয়ে ওঠে
আকাঙ্ক্ষিত সেই ফুল যদি ফোটে।
হায়, তোমার কাছে প্রেম ও কাম
নেই কোন এর আলাদা দাম,
মার্জনা ?
সে তো আমার কার্য না !
এখন বৃথা, অনর্থক সমস্ত আশ্বাস
আজ আমার ভেঙ্গে গেছে সকল বিশ্বাস,
অসংখ্য কামনার মাঝে তোমার সমর্পণ
আমার স্বর্গ হতে দিলো তোমায় বিসর্জন।

বার-এ

সঙ্গীত কর্কশ সুরে
ভেসে ভেসে এসে,
কাছে থেকে দূরে
রক্তে গিয়ে মেশে।
রঙ্গীন বেলুন ভাসে
উচ্ছ্বাসের যোজন ফোয়ারা,
যৌবন যৌবনের পাশে
অসভ্য অজ্ঞাত ইসারা।
অজস্র উন্মত্ত করতালি
উদ্ধত ফিরিঙ্গী নন্দিনী
নাইলনে শুধু একফালি
যৌবন করেছে বন্দিনী।
লো—লা, লো—লা
প্ররোচিত কর কারে
নৃত্যমগ্ন হে আত্মভোলা
পার্ক স্ট্রীটের বার—এ।

দেহজ

শুভ্রতার ছোঁয়ামাখা উন্মুখ কলি
নিদ্রিত বুকের রক্ত যখন দোলায়,
হে ঈশ্বর মনে হয় তোমায় বলি—
"স্বার্থপর, কি নিদারুণ অসহায় করেছো আমায়!"
পিপাসার্ত জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
এইবার কুরে কুরে খাবে,
হৃদয়ের কামনারা শেষে
পৌরুষ সংযম ভেঙ্গে দিয়ে যাবে।
পুঞ্জীভূত যেন কিছু নরম ফেনার
আশ্চর্য নিটোল এক অনিন্দ্য অতুল
হা ঈশ্বর কি সৃষ্টি তোমার
কাঞ্চনিভ ত্রিকোণ মাংসের বর্তুল!

মহাশ্মশান

এখানে নৃশংসতা ছড়িয়ে আছে
এক বিশাল মহাশ্মশানের রূপ নিয়ে আছে
মৃত্যুবিভীষিকাপূর্ণ কলকাতা !
টালা থেকে টালিগঞ্জ
ইথারে উন্মত্ত জনতার হল্লা
শঙ্কা, আনন্দ উত্তেজনায়
নিরাশার আশায়
পুঞ্জীভূত আবর্জনার স্তূপে
পরশ-পাথর খোঁজা।

রক্তিম

চলন্ত যন্ত্রযান আমায় নামিয়ে
দিলো তোমার মুখোমুখি,
কতগুলো প্রচণ্ড সূর্য
চলে গেছে
তোমার আমার মাঝ দিয়ে।
তুমি এখনো তন্বী
নিটোল, পেলব।
কিন্তু রক্তিম সিঁদুরে ঢাকা
তোমার ঈষৎ বঙ্কিম সঁাথি।
তোমার হরিণকালো চোখের তারায়
যার ছবি পড়লো
তাকে তুমি চেনো
তাই বুঝি তোমার গোলাপ রঙ
কপোল, গণ্ড
আরও রক্তিম হয়ে উঠলো।

আত্মারা কাঁদে

যেতে হবে না আপনাকে খুব বেশী দূর
এখানে ওখানেই পাবেন কান্নার সুর,
সহরের খাঁজে খাঁজে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মুখ
অনাহারে দেখবেন হয়ে আছে মূক ;
ওরা এক আগুনকে কেন্দ্র করে বসে
দেখবেন কী আশ্চর্যভাবে উত্তাপ খোঁজে।
আমাদের সবারই আত্মা আজ উপবাসী
কিন্তু জীবন সম্পর্কে আমরা কেউই নয় উদাসী,
তৃষ্ণায় আত্মার চোখ ফোটে
বিষাক্ত কালো মনে হয় অসীম নীলিমা,
হতাশা জীবনের প্রতি পদে পদে জোটে
কারণ অনেকদিন হলো বঞ্চনা ছাড়িয়েছে তার চূড়ান্ত সীমা ;
কিন্তু হতাশাই জীবনের শেষ কথা নয়
আলোর আভাসে জীবন এখনও উদ্ভাসিত হয়।

শ্মশানের অন্ধকার

অসহায় মানুষের দুর্লভ জীবন
কি দারুণ ক্ষুধায়
শেষ হয়ে যাবে
সহস্র লোলুপ লেলিহান শিখায়।
কে জানে কে প্রথম
জ্বেলেছে এ অতন্দ্র মশাল,
সেই থেকে ছেদ নেই
কি বিকেল কি সকাল।
কত চেনা কত পরিচিত
কতবার এসেছি শ্মশান,
কতবার শুনেছি এখানে
ঊর্ধ্বে তোলা দুবাহু পাগলের গান।
সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে একদিন
এরপর আমারও হবে শেষ,
পাগলের গান ফেলে
আমাকেও যেতে হবে কোন নিরুদ্দেশ
সুন্দর এ পৃথিবীর নিরর্থক দ্বন্দ্ব
কার জিত কার হার,
ছেয়ে যাবে নিঃশেষে
সেদিন শ্মশানের অন্ধকার।

আমি না রইলেও

জাহাজের মাস্তুলে বসে থাকা চিল
আমায় দিয়েছিলো তার ডানার ছন্দ,
নিশ্চয়ই এখনও পাবে সে ছবির মিল
কেননা নিঃশেষ হয় না প্রকৃতির আনন্দ।
হাওড়া ব্রীজের রূপোলী রেলিং ধরে
ঠিক তোমাদের মতন এ ভাবে
আমি দেখেছি সমস্ত আপন করে
পালতোলা নৌকার মাঝি দাঁড় টানে কি ভাবে।
তলায় বয়ে যাওয়া নীরব গঙ্গার খেলা
কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না মনে হয়,
জোয়ার ভাঁটার সে নিয়মের মেলা
আমি না রইলেও অনন্তই চলবে নিশ্চয়।
ওপারে রেলষ্টেশনে লক্ষ লোকের আনাগোনা
ব্রীজের উপর দিয়ে তার চলন্ত ঢেউ
আমার হয়তো হবে না আর গোনা
তবু আমারই মতন নিশ্চিত তোমরা দেখবে কেউ
বাস, লরি এমনকি ঠেলাওয়ালার ঘামে
তখনও সূর্যের আলো এমনি জ্বলবে,
আমি বিশ্বাস রাখি চিরন্তন কবির নামে
সেদিনও তোমার চোখে এ সমস্তই পড়বে।

বিসর্জনের পর

চিরসুখী হও হে নতুন পথের পথিক
এর চেয়ে সুন্দর আশীর্বাদ আর হয় কি অধিক,
ভুলে গিয়ে সমস্ত কঠিন শপথ
নিলে আজ এ কোন আশঙ্কার পথ ;
হায়, সেই ছিলো তোমার প্রথম ভুল পদক্ষেপ
তবু আজ তার তরে কোর না আক্ষেপ ।
সেই দিন আমারে নিঃস্ব করে জিনি
যা দিয়ে করেছো মোরে ঋণী
আজও তার সৌরভ মেখে
আমিও রবো দূরে প্রিয়ার কাছ থেকে ;
ভালবাসা জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার
বলো কোন অজ্ঞাত টানে ছেদ হলো তার ?
দিনান্তের শেষ রোদ যখন পড়ে
মাধবীলতার ফাঁকে
তখন ভুলে যেও কেমন করে
ভালবেসেছিলে কাকে,
কখনও উতল হাওয়া তোমার চুল ঘিরে
যদি করে অযথা মাতামাতি
দীর্ঘশ্বাস ফেলো না বুক চিরে
ভুলে যেও কে ছিলো সেদিনের সাথী ।
একদিন কোনফাঁকে মনছুট হয়ে
সেদিনের সোনালী সন্ধ্যার কথা
জ্বলে পুড়ে ক্ষয়ে
মনে হবে যেন এক রূপকথা ।

বিরহের বোঝা জমবে তিল তিল
ব্যর্থ অন্বেষণে হবে পাগল
তখন আকাশ যতই হোক না নীল
নেমে এসে নেবে কি ধরিত্রীর কোল ?
কুরে কুরে খাবে সমস্ত হতাশা
আমার নরম চেতনা
শুধু রবে মোর অনন্ত পিপাসা
তবু তুমি মোর কাছে এসো না।
ভুলে থেকো আমাদের স্মৃতির বেদনা
ওর ঢেউ যদি আসে কভু তবুও কেঁদোনা
এবার ভাসাও তরী সুখের সাগরে
ভুলে যেও আমি আছি নিঃশেষিত নোঙরে।

যদি জানতাম তাহলে

আগে যদি জানতাম
তোমার হৃদয় শুধু কাঁটা ঝোপ ময়
তাহলে কি বয়ে আনতাম
আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ?
অন্ধকারে সমস্ত যাবে হারিয়ে
একথা যদি ভাবতাম
বিষাদভরা শূন্যতা বাড়িয়ে
তাহলে সব কিছু প্রিয় কি বদল করতাম ?
পৃথিবীটা যে ভেঙ্গে যায়
এত তাড়াতাড়ি
যদি আগে জানা যায়
তাহলে কি হয় এত কাড়াকাড়ি ?

ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি

সকলেই আজ খুঁজে চলেছি শুধু একটু শান্তি
কারণ এখানে প্রত্যেকেরই আছে দুর্বিষহ ক্লান্তি,
লোভ দ্বন্দ্ব সংগ্রাম
আমাদের আজ করেছে উৎপীড়িত অবিরাম।
তাবলে আমাদের সব এখনও নিঃশেষ হয় নি
আমাদের যা কিছু ভালো তা ক্ষয়নি,
জীবিকার উত্তপ্ত কলে বাধা
যেন অদৃশ্য সে এক গোলক ধাঁধা,
সত্য হারিয়ে যায়নি যদিও রয়েছে এ বিশ্বাস
তবুও রুদ্ধ কেন আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ?
খুঁজে চলেছি আজও কোথায় আকাশ নীল
ক্লান্ত হৃদয় যেথায় পাবে তার মিল,
নির্ধারিত গণ্ডিতে রুদ্ধশ্বাস জীবন শেষ হবে
কেউ কি বলতে পারো এর থেকে মুক্তি পাবো কবে ?

কবিতার জন্ম

কী আশ্চর্য তোমার অনীহা ঠিক ওদেরই মত
কখনো কখনো ভীষণ অভিমান হয়
কারণ কবিতা তোমার একদম পছন্দ নয়
তোমায় ঘিরে শুধু উপন্যাস গল্প এসমস্ত।
যখন ছেয়ে যায় অন্তরাল গভীর বিক্ষোভে
মনে হয় তোমাকে বোঝাই কবিতার দাম কত
কিন্তু হারিয়ে ফেলেছো তোমরা সে অনুভূতি হয়তো
তাই সব প্রচেষ্টাই নিশ্চিত বিফল হবে।
জমাট জমাট নীল যোজন যন্ত্রণা
আমি নই আমার মধ্যে অন্য আর কেউ
যেন উত্যক্ত সাগরের বাঁধভাঙা ঢেউ
দিয়ে যায় জ্বলন্ত দুর্বার মন্ত্রণা।
কম্পমান অনুভূতি ঘিরে থাকে উন্মুখ চেতনা
অন্বেষণ শুধু অন্বেষণ কার চোখে আলো নেই
তবুও অব্যক্ত যন্ত্রণার রক্ত সমস্ত আকাশেই
বলে মিথ্যে সীমানার পেছনে স্তব্ধ আর থেকো না।
ফেটে ফুটে চৌচির সমস্ত আশার জমি
হতাশায় জ্বলছে তাদের দৃষ্টির মণি
বাতাসে ছড়িয়েছে তার করুণ বিলাপ ধ্বনি
কি করে নীরব থাকি আমি যে কবি।

মৃত্যুর মৃত্যু

একদিন মুছে যাবে এ নাম
এ আমার সেদিন রবে না কোন দাম,
শুধু তোমাকে বলি
যে আমায় করেছো তার হৃদয়ের কলি।
জানি একদিন হারিয়ে সব-ই যায়
তবু তোমার প্রিয় কবিতায়
যদি রাখ মোরে ধরে
তোমার একান্ত আপন করে
তবে বিফল হবে না
আমার অন্তিম কামনা।
তুমি তো কবি
আঁক তুমি কবিতায় ছবি
বিস্মৃতির হাত হোক যত কালো
তবু চিরন্তন তুমি করে দিতে পারো
তোমার নিপুণ বলিষ্ঠ পরশে
অনায়াসে কিংবা ভীষণ সহজে।
যখন ব্যর্থ জীবনের সবকিছু হয়তো হারালাম
তখন তোমার কবিতায় পেয়ে আমার নাম
মনে হলো এইতো পেলাম
জীবনের সর্বোচ্চ দাম ;
মৃত্যুকে হারিয়ে কে দিলো আমায় আজ
কালজয়ী অনন্ত সোনালী আকাশ।

ভিতর থেকে পেলাম

তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে অহরহ খুঁজেছি
মৌ মধু,
হায় কোথাও নেই সে বধূ
শুধু অকারণ পথে পথে ঘুরেছি
কফি হাউস, ভিক্টোরিয়ার ধার
বৃথা হলো নিরীক্ষা সেখানে,
কলকাতার এপার ওপার
স্বর্গ নেই কোথাও এখানে।
স্বর্গ আছে স্বর্গ আছে
হঠাৎ পেলাম,
নিজের মনের মাঝে
যখন এলাম।

মুঠো মুঠো আনন্দ

ওরা বলে অন্ধকার শুধু অন্ধকার
ছেয়ে আছে এ বিশ্ব সংসার.
লক্ষ্মী সোনা
তুমি ওদের বিশ্বাস কোর না।
আমি দেখেছি মুঠো মুঠো আনন্দ
কী তার অপূর্ব ছন্দ,
বিষণ্ণ করুণ সুর
তার ঢেউয়ে ভেসে যায় দূর, বহুদূর।
ওরা সব অন্ধ
তাই ওদের কাছে বন্ধ
জীবনের সমস্ত রন্ধ্র
যে পথে আসে আনন্দ।
তুলে নাও
ভরে নাও সমস্ত খুশি.
ওরা আসে চলে যায়
শুধু তোমায় তুষি।
ছিন্ন হোক
হৃদয়ের সমস্ত বিষণ্ণ বাতাস,
ভরে যাক আনন্দে
আজ অনন্ত আকাশ।

আমার পূর্ণিমার আলো

হারিয়ে ফেলেছে যারা
শূন্যতার অন্ধকার পথে
জীবনের সব ধ্রুবতারা
কাটে দিন বিতৃষ্ণায় কোনমতে।
তাদের সমস্ত ঘাটের কিনারা ছুঁয়ে
আমি হারিয়ে যাব
তাদের সমস্ত মনের দুখে
আমি জড়িয়ে যাব ;
যত দিন উজ্জ্বল আছে
আমার পূর্ণিমার আলো
ছড়িয়ে যাব সবার কাছে
আমার যেটুকু শুধু ভালো।

এবার আলোকিত করো

যে কেউ করতে পারে এ বলিষ্ঠ ঘোষণা
কে যেন বাজিয়ে গেল মুক্তির শঙ্খ
প্রেম বেচে কেউ আর নেবে না সোনা
কেননা নিঃশেষ হলো আজ আতঙ্কের অঙ্ক।
আর নয় বিষাদের কাছে সমর্পণ
শঙ্কাকে গ্রাস করে দিগন্ত অবধি
নিশ্চিন্ত পরিত্রাণ অথবা উন্নয়ন
এনে দেবে আশ্চর্য পরম উপলব্ধি।
সর্ব অঙ্গে মেখে নাও চাঁদের ধুলো
ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেছে সমস্ত অন্ধকার,
তুলে নাও মুঠো ভরে আনন্দের চুমো
আয়নায় মুখ দেখ কত পরিষ্কার।
আনন্দের ঢেউ নিয়ে আকাশ উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক
উৎসুক চোখদুটি সম্পূর্ণ মেলে ধরো,
পূর্ণ করে পিপাসার্ত জীবনের অনুষঙ্গ
অসংখ্য বিষণ্ণ জীবন এবার আলোকিত করো।

লাঞ্ছনায় মৃত্যু আর হবে না

অসংখ্য দিনের ব[illegible]া আজ
অপূর্ব ছবি হয়ে বলে
ঐ দেখ অন্ধকার ছায়ারা চলে গেছে,
তোমার প্রত্যেকটি ঋতু
এখন থেকে হবে শুধু তারুণ্যে উদ্দাম।
সুসজ্জিত ষড়যন্ত্রের নীল শিরা
বিষাক্ত লতার মত ছিঁড়ে বয়ে গেছে,
নতুন সেতুর ভিত্তি নিশ্চিত দেবে
ধানের শীষে হাওয়ার মতন
আনন্দের বিচিত্র শিহরণ।
নিষিদ্ধ বন্দরের অভিমান ভেঙ্গে
পরিশ্রমহীন প্রথম পদক্ষেপ,
প্রকাশ্যে চলার পথে
দুর্ঘটনা কী ভয়ঙ্কর হতে পারে
তা ভাববার অবকাশ পাবে।
লাঞ্ছনায় প্রিয়ার অকাল মৃত্যু
নিছক কল্পনা করে
(যদিও ভাগ্যকে করা হলো
চরম প্রবঞ্চনা)
নিশ্চিন্তে চেতনায় উল্লাস অনুভব করো।

শেষ লেখা

দুর্বোধ্য হলেও যদি পরিষ্কার হতো
এ আমার শেষ লেখা কিনা
প্রবাহিত করে আবদ্ধ বক্তব্য যতো
ইঙ্গিত রেখে যেতো শেষের কবিতা কিনা।
অবশ্যম্ভাবী সীমানার ওপারে সমস্ত সমান
জ্বলন্ত ইচ্ছার মৃত্যুর আগে
হোক শুধু একমাত্র নিঃসর্ত দান
নিঃস্ব যার যদি কিছু লাগে।
সমন্বয় নিয়ে অপূর্ণ সব হবে সম্পাদন
আনন্দের উৎসে এ নির্ভয় পদক্ষেপ
নির্মূল করে হবে অপরূপ আস্বাদন
নিখুঁত পরিক্রমার আর রবে না আক্ষেপ।
একথা এখন সম্ভবত চূড়ান্ত
সংকল্পের অস্তিত্ব হলো নিঃসংশয়
অকারণ বিচ্ছিন্নতা হবে একাগ্র শান্ত
মনের অন্ধকার যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়।